সমকাল

তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বরিশালে এবার অধ্যাপককে পেটাল ছাত্রলীগ

■ বরিশাল ব্যুরো

বিএম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শংকর চন্দ্র দত্তকে মারধরের মামলায় অভিযুক্ত ৪ ছাত্রলীগ কর্মী বুধবার সকালে আদালত থেকে খালাস পেয়েছেন। এদিকে একই দিন বিকেলে সরকারি বরিশাল কলেজে এক অধ্যাপককে পিটিয়ে আহত করেছেন ছাত্রলীগের এক নেতা। সম্মান প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় এক ছাত্রলীগ কর্মীকে বই দেখে লিখতে বাধা দেওয়ায় অধ্যাপক কাজী নজরুল ইসলাম হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় কলেজে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিএম কলেজ সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীরা অধ্যক্ষ শংকর দত্তকে বেদম মারধর করে। তিনি ছাত্রলীগের বাধা উপেক্ষা করে কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে গেলে পথে হামলার শিকার হন। অভিযুক্ত ৪ ছাত্রলীগ কর্মী মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বুধবার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

এদিকে সরকারি বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অলিউল ইসলাম জানান, বুধবার বিকেলে সম্মান প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ৩১০ নম্বর কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন উজিরপুর উপজেলার শহীদ স্মরণিকা কলেজের অধ্যাপক কাজী নজরুল ইসলাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে এক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বই উদ্ধার হলে তার উত্তরপত্র নিয়ে যান অধ্যাপক নজরুল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার উত্তরপত্র ফেরত দেন। এ খবর পেয়ে কয়েকজন সহযোগীসহ কলেজে ছুটে যান কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আল-মামুন। তিনি পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র টেনে নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষক নজরুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাকে কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে অন্য শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হন। এতে সব শিক্ষক ক্ষুব্ধ হন। সন্ধ্যা ৬টায় কলেজ স্টাফ কাউন্সিলের জরুরি সভা করে আল-মামুনের ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আল-মামুন শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বহিরাগতরা মারধর করেছে। তিনি ঘটনার সময় কলেজে ছিলেন না।